

কলকাতা উচ্চ আদালত
দেওয়ানী বিচারক্ষেত্র
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা সরকার

২০২২ এর সি. ও. ৩৭৭১

শ্রী ওম প্রকাশ বাজোরিয়া ও আরেকজন

বনাম

শ্রী সোনারাম দাস

আবেদনকারীদের জন্যঃ

শ্রী সিদ্ধার্থ লাহিড়ী,

শ্রী দেবরাজ দত্ত।

শুনানি শেষ হয়েছেঃ

২৬.০৯.২০২৩

রায়ঃ

১০.১০.২০২৩

বিচারপতি, শম্পা সরকার:-

১. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ৭ নভেম্বর, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত, যা ২০১৮ সালের ১৩১৪ নম্বর টাইটেল স্যুটে শিয়ালদহের বিজ্ঞ দেওয়ানী জজ (জুনিয়র ডিভিশন) দ্বিতীয় আদালত কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল।

২. আপত্তিকর আদেশের মাধ্যমে, নিম্নোক্ত বিজ্ঞ আদালত ২ আগস্ট, ২০১৯ তারিখে সোনারাম দাস নামে একজনের দায়ের করা দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ২২ বিধি ৩ এর অধীনে একটি আবেদন মঞ্জুর করেছেন। সোনারাম দাস হলেন বিপরীত পক্ষ। মূল বাদীর মৃত্যুর পর, মৃত/বাদী অরবিন্দ দাসের আইনি প্রতিনিধি হিসেবে আপত্তিকর আদেশ দ্বারা বিপরীত পক্ষকে প্রতিস্থাপিত করা হয়। আদালত রায় দেয় যে মামলা করার অধিকার একটি নিবন্ধিত উইলের ভিত্তিতে বিপরীত পক্ষের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

৩. বিপরীত পক্ষের মামলা ছিল যে মৃত/বাদী অরবিন্দ দাস, তার শেষ উইল এবং নিয়মাবলী কার্যকর করেছিলেন এবং তাকে

উইলের নির্বাহক হিসেবে নিয়োগ দেন। বাদীর তফসিলে উল্লিখিত মামলার সম্পত্তি অরবিন্দ দাসকে আরও উইল করা হয়েছে। মামলা করার অধিকার মৃত/বাদীর উইলের নির্বাহক হিসাবে বিপরীত পক্ষের উপর অর্পিত।

৪ বিবাদী/আবেদনকারী একটি লিখিত আপত্তি দায়ের করেন এবং বলেন যে মামলা সম্পত্তি একটি থিক সম্পত্তি ছিল এবং মামলাটি বিচার করার জন্য বিদ্বান আদালতের কোনও এখতিয়ার ছিল না। বিবাদী/আবেদনকারী আরও বলেছিলেন যে বিরোধী পক্ষ অরবিন্দ বসুর উইলের প্রোবেট মঞ্জুর করার জন্য কোনও আবেদন দায়ের করেনি। বিবাদী মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে উইল কার্যকর করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। উইলের অধীনে উইল করা সম্পত্তি মামলা সম্পত্তির থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র ছিল।

৫ উইলটি যত্ন সহকারে পর্যালোচনা করার পর, বিজ্ঞ আদালত দেখতে পান যে উইলটি একটি নিবন্ধিত এবং বিপরীত পক্ষের পক্ষে সম্পাদিত হয়েছিল। উইলে লিপিবদ্ধ ছিল যে মৃত/বাদী তার ভাই-বোনদের সাথে একটি বন্টন ডিক্রির ভিত্তিতে সম্পত্তি পেয়েছিলেন। সমস্ত বোন এবং ভাইয়ের মৃত্যুর পর, মৃত/বাদী একাই সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক হয়েছিলেন। তার জীবদ্দশায়, মৃত ব্যক্তি (মামলার বাদী), তার নিজস্ব ইচ্ছায় উক্ত উইলটি সম্পাদন করেছিলেন এবং বিপরীত পক্ষের পক্ষে সম্পত্তি দান করেছিলেন। যদিও, বিপরীত পক্ষ প্রোবেট মঞ্জুরের জন্য কোনও আবেদন দায়ের করেনি, বিজ্ঞ আদালত রায় দিয়েছেন যে আইন অনুসারে মামলা বা আইনি কার্যক্রমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উইলের নির্বাহককে প্রোবেট গ্রহণের প্রয়োজন নেই।

৬ আবেদনকারী/বিবাদী উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে মামলাটি তফসিল এ সম্পত্তি এবং তফসিল-বি সম্পত্তির ক্ষেত্রে ছিল। তফসিল ক এবং খ উভয়

সম্পত্তিটি বাগমারী রোডের ২২৬বি, বাগমারী রোডের মূল ভবন থেকে তৈরি করা হয়েছিল। ২২৬ নম্বর প্রাঙ্গণ, বাগমারী রোডের আয়তন প্রায় ৯ বিঘা ১২ কোটা ১১টি চিটক, ৩৪ বর্গফুট, যার মধ্যে ঘরবাড়ি, শেড, স্থাপনা ইত্যাদি ছিল। পরবর্তীকালে, ২২৬ নম্বর বাগমারী রোডের ২২৬এ এবং ২২৬বি, বাগমারী রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৪ নম্বরে পুনঃনামকরণ করা হয়। এরপর, উক্ত সম্পত্তিটি বাগমারী রোডের ২২৬এ/এইচ/১৫ নম্বরে রেকর্ড করা হয়। উক্ত ৯ বিঘা ১২ কোটা ১১ চিটক ৩৪ বর্গফুটের মধ্যে, মৃত বাদী শুধুমাত্র ৩০ কোটা জমি বিপরীত পক্ষকে উইল করে দিয়েছিলেন, যার সাথে ছিল বাড়ি, শেড, কাঠামো ইত্যাদি। উইলে উল্লিখিত সম্পত্তির তফসিল উত্তরে আবেদনকারীর অ্যাসিড ফ্যাক্টরি দ্বারা বেষ্টিত এবং আবদ্ধ ছিল। সুতরাং, আবেদনকারীর দখলে থাকা সম্পত্তি উইলের তফসিলের মধ্যে পড়ে না। উইলটি প্রশ্নবিদ্ধ পুরো ৯ বিঘা ১২ কোটা ১১ চিটক ৩৪ বর্গফুট জমিকে অন্তর্ভুক্ত করে না। শুধুমাত্র ৩০ কোটা জমির ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী বিপরীত পক্ষকে মৃত ব্যক্তির পরিবর্তে প্রতিস্থাপন করা যাবে না। বিপরীত পক্ষের অধিকার কেবল উইলে উল্লিখিত সম্পত্তির তফসিলের উপর ছিল, তবে আবেদনকারী বা অন্য কোনও ব্যক্তির দখলে থাকা অংশের উপর নয়।

৭ আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী লারহিরি দাখিল করেন যে উইলকারীর উদ্দেশ্য ছিল উইলে সম্পত্তির তফসিলের নির্দিষ্ট সীমানাভুক্ত অংশটি বিপরীত পক্ষকে দান করা। সুতরাং, উইলের তফসিলের আওতাভুক্ত নয় এমন সম্পত্তির অংশ সম্পর্কে বিপরীত পক্ষের কোনও দাবি ছিল না। মামলাটি তফসিল-ক সম্পত্তির খাস দখল উচ্ছেদ/পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছিল, উইলে উল্লিখিত সম্পত্তির তফসিলের ক্ষেত্রে নয়।

তফসিল-খ সম্পত্তিতে জমি দখল করে কোনও অবৈধ নির্মাণ সংযোজন বা পরিবর্তন করা থেকে বিবাদীকে বিরত রাখার স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি প্রার্থনা করা হয়েছিল।

৮. মামলায় তফসিল-ক এবং খ সম্পত্তির বর্ণনা স্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র ছিল এবং উইলের তফসিল থেকে পৃথক ছিল। অতএব, বিজ্ঞ আদালত বিপরীত পক্ষের দ্বারা দায়ের করা প্রতিস্থাপনের আবেদন মঞ্জুর করতে ভুল করেছেন। আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা লিখিত আপত্তিতে, এটি নিম্নরূপ বলা হয়েছিল:-

"প্রয়াত অরবিন্দ বোস কর্তৃক দাখিল করা অভিযোগের তফসিল A-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইটের তৈরি দেয়াল এবং টালির ছাদ সম্বলিত একটি ঘর/শেড (৩৬' X ৫০' মাপের কমবেশি), যা ইটের তৈরি দেয়াল এবং টালির ছাদ বিশিষ্ট, মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, থানার অধীনে, বাগমারী রোডের প্রাঙ্গণ নং ২২৬বি, (মূল প্রাঙ্গণ নং ২২৬ বাগমারী রোড থেকে গঠিত) এবং তফসিল B-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) জেলার কে.এম.সি.-এর ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, বাগমারী রোডের প্রাঙ্গণ নং ২২৬বি, (মূল প্রাঙ্গণ নং ২২৬, বাগমারী রোড থেকে গঠিত) তফসিল 'ক' সম্পত্তির সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে অবস্থিত, যা ২৪-পরগনা (দক্ষিণ) জেলার কে.এম.সি.-এর ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে অবস্থিত। অতএব, তফসিলের তফসিল অভিযোগপত্র এবং উইলে উল্লিখিত তফসিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘটনাক্রমে, ২২.০৩.২০১৮ তারিখের কথিত উইল এবং টেস্টামেন্টের তফসিলে জমির এলাকাটি বাগমারী রোডের ২২৬ক-এ অবস্থিত ৩০টি কোটা জমির উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর সীমানা "নিম্নলিখিতভাবে বাঁকানো এবং সীমানাবদ্ধ" বলে নির্দেশিত হয়েছে:-

'উত্তরে: অ্যাসিড ফ্যাক্টরি জগদীশ চন্দ্র আগরওয়াল (বাজোরিয়া);' সুতরাং প্রয়াত আরবিদা বোসের ২২.০৩.২০১৮ তারিখের কথিত উইল এবং টেস্টামেন্টের তফসিলের যৌথ পাঠ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অরবিন্দ বোস অভিযোগপত্রের তফসিল A সম্পত্তি উক্ত সোনারাম দাসকে দান করেননি, যেখানে প্রয়াত অরবিন্দ বোসের দায়ের করা অভিযোগপত্রে, তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি মৌখিক লাইসেন্সের মাধ্যমে তফসিল A সম্পত্তি প্রয়াত জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল @ বাজোরিয়াকে দিয়েছিলেন।

৯ আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, প্রশ্নবিদ্ধ সম্পত্তি, যার উপর আবেদনকারীর দখল ছিল, তা একটি ঠিকা সম্পত্তি এবং মামলাটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না।

১০. আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান উকিলের বক্তব্য শোনার পর, মনে হয় যে, বাগমারি রোডের একটি অংশে অবস্থিত একটি ঘর/শেড এবং তফসিল-এ সম্পত্তির দক্ষিণ দিকে অবস্থিত খালি খোলা জায়গার বিষয়ে উচ্ছেদ ও খাস দখল পুনরুদ্ধারের মামলা দায়ের করা হয়েছিল, যা মোকদমায় তফসিল-বি সম্পত্তি হিসাবে আরও সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অভিযোগের তফসিলটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছে:-

তফসিল 'এ' সম্পত্তি (মামলা সম্পত্তি):

সমস্ত একটি ঘর/শেড (৩৬' x ৫০' এর কম-বেশি), ইটের তৈরি দেয়াল এবং টালির ছাদ সহ), বাগমারি রোডের ২২৬বি প্রাঙ্গণে অবস্থিত এবং এর অংশ, (মূল প্রাঙ্গণ নং ২২৬, বাগমারি রোড থেকে তৈরি), পুলিশ স্টেশন- মানিকতলা, কলকাতা- ৭০০ ০৫৪, ২৪-পরগনা জেলার (দক্ষিণ) কে.এম.সি.-এর ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে।

বাটযুক্ত এবং নিম্নরূপ সীমানায়ুক্ত:

উত্তরে: বাদীর সম্পত্তি এবং তারপরে গালি প্যাসেজ;

দক্ষিণে: খোলা খালি জায়গা বাদীর।

পূর্বে: সত্য নারায়ণ যাদবের শেড।

পশ্চিমে: বাগমারি রোড।

তফসিল - 'বি' সম্পত্তি:

"'ক' সম্পত্তির সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, যা 'ক' সম্পত্তির, প্রাঙ্গণ নং ২২৬বি. বাগমারি রোডে অবস্থিত (মূল প্রাঙ্গণ নং ২২৬, বাগমারি রোড থেকে গঠিত), থানার অধীনে - মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলার কে.এম.সি.-এর ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে।"

১১ উইলের তফসিলে প্রায় ৯ বিঘা ১২ কোটা ১১ ছিটক ৩৪ বর্গফুট জমির মধ্যে প্রায় ৩০টি কোটাসহ (বিভিন্ন দখলদার/ভাড়াটে/অনুপ্রবেশকারীর দখলে) জমির সমস্ত টুকরো এবং অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রাঙ্গণ নং B/226A/H/15, বাগমারি রোড নামে পরিচিত।

১২. উইলের পাঠ থেকে মনে হচ্ছে যে, প্রাঙ্গণটি প্রথমে ২২৬এ এবং ২২৬বি বাগমারি রোড নামে পুনঃনামকরণ করা হয়েছিল, এরপর প্রাঙ্গণটি প্রাঙ্গণ নং বি/২২৬এ/এইচ/১৫, বাগমারি রোড হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল। বিপরীত পক্ষ

হলেন উইলের নির্বাহক এবং একজন সুবিধাভোগী। সুবিধার জন্য উইলের তফসিল নির্ধারণ করা হল নীচে:-

“উপরে লিখিত ‘প্রথম তফসিল’ -এ উল্লিখিত মোট জমির মধ্যে, ৩০ (ত্রিশ) কোট্টা-সহ, শেড, কাঠামো, ঘর ইত্যাদি (বিভিন্ন দখলদার/ভাড়াটে/অনুপ্রবেশকারীর দখলে) সহ, সমস্ত জমির টুকরো এবং অংশ ২২৬এ, বাগমারী রোডে অবস্থিত এবং বর্তমানে প্রাপ্ত নং বি/২২৬এ/এইচ/১৫, বাগমারী রোড নামে পরিচিত, থানার অধীনে - মানিকতলা, ডাকঘর - কাঁকুড়াগাছি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৪, জেলা - ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), একসাথে সমস্ত অধিকার, সুবিধা, সুবিধার অধিকার, সাধারণ পথ, রাস্তা ইত্যাদির উপর অধিকার এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অধিকার সহ।

নিম্নলিখিতভাবে সীমাবদ্ধ:-

উত্তরে: অ্যাসিড ফ্যাকোরি জগদীশ চন্দ্র আগরওয়াল (বাজোরিয়া);

দক্ষিণে: ববিন্দ্র চন্দ্রের তারা রাসায়নিক কারখানা পল;

পূর্বে: নারায়ণ চৌধুরী দাসের সম্পত্তি;

পশ্চিমে: উষা চতুর্বেদীর কারখানা।”

১৩ যদিও, মামলা সম্পত্তির সময়সূচির তুলনায় এবং উইলটি ভিন্ন বলে মনে হতে পারে, এই বিষয়টি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। বিপরীত পক্ষকেও শেষ উইলের নির্বাহক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং মৃত ব্যক্তির নিয়মাবলী। উক্ত ইচ্ছার প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি উদ্ধৃত করা হয়েছে নিচে:-

“অতএব, আমি এই উইলটি সম্পাদন করছি এবং কামনা করছি যে আমার মৃত্যুর পর, আমার ঐ প্রিয় ব্যক্তি শ্রী সোনারাম দাস, মৃত বাদল চন্দ্র দাসের পুত্র, যিনি কলকাতার মানিকতলা থানার অন্তর্গত বি/২২৬এ/এইচ/১৫, বাগমারী রোডে বসবাস করেন - ৭০০ ০৫৪, লিখিত ‘তফসিল’-এ বর্ণিত, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং চিরকালের জন্য উক্ত সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার পাবেন এবং তিনি উক্ত সম্পত্তির একক মালিক হিসেবে ধারণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ভোগ করবেন এবং উক্ত শ্রী সোনারাম দাস কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের একক মালিক হিসেবে তার নাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং সমস্ত কর প্রদান করবেন এবং উক্ত সম্পত্তির উপর পূর্ণ মালিকানা অধিকার অর্জন করবেন, যেমনটি নীচের ‘তফসিল’-এ বর্ণিত হয়েছে।

আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমার মৃত্যুর পর, উক্ত সম্পত্তি বা এর কোনও অংশের উপর কারও কোনও অধিকার, দাবি বা দাবি থাকবে না এবং যদি কেউ এই উইলের বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি উত্থাপন করে, তবে তার কোনও কার্যকর হবে না এবং এটি গ্রহণ করা হবে না। যেকোনো আদালত।

এটি আমার শেষ উইল এবং এটি আমার মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে এবং আমি এতদ্বারা উক্ত মৃত বাদল চন্দ্র দাসের পুত্র, শ্রী সোনারাম দাসকে মনোনীত, গঠন এবং নিযুক্ত করছি,

ধর্মবিশ্বাস অনুসারে - হিন্দু পেশা অনুসারে - ব্যবসা অনুসারে, জাতীয়তা অনুসারে - ভারতীয়, বি/২২৬এ/এইচ/১৫, বাগমারি রোড, থানা মানিকতলা, কলকাতা ৭০০ ০৫৪-এর অধীনে বসবাসকারী, আমার উইলের 'নির্বাহী' হিসেবে এবং আমার মৃত্যুর পর, আমার উক্ত নির্বাহক আমার শেষ উইলের প্রবেট পাবেন এবং আমার মৃত্যুর পর, আমার উক্ত নির্বাহক কোনও জামানত ছাড়াই উপযুক্ত আদালত থেকে আমার শেষ উইলের প্রবেট পাবেন। এই উইলের প্রবেট মঞ্জুর করার বিরুদ্ধে কারও কোনও আপত্তি উত্থাপন করার অধিকার থাকবে না এবং যদি কোনও আপত্তি থাকে তবে তা কোনও আদালতের সামনে গ্রহণ করা হবে না।"

১৪ উইলের পাঠ থেকে মনে হচ্ছে যে বিপরীত পক্ষটি বাগমারি রোডের প্রাঙ্গণ নং B/226A/H/15-এ বসবাস করছিল এবং উইলকারী প্রেম এবং স্নেহের বশবর্তী হয়ে তফসিলের সীমানাভুক্ত অংশটি বিপরীত পক্ষকে দান করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি বিপরীত পক্ষের দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রতি প্রদর্শিত যত্ন, স্নেহ এবং শ্রদ্ধায় সন্তুষ্ট ছিলেন। বিপরীত পক্ষকে উইলের নির্বাহক হিসেবেও নিযুক্ত করা হয়েছিল। নির্বাহকের মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পক্ষে কাজ করার, আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার এবং প্রবেট মঞ্জুর হওয়ার আগেই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে। প্রবেট বা প্রশাসনিক চিঠি মঞ্জুর না করা পর্যন্ত একজন প্রশাসক বা সুবিধাভোগী সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না। অন্যদিকে, একজন নির্বাহক উইলকারীর সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করেন, উইলকারীর স্বভাব নির্বিশেষে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে নির্বাহকের স্বার্থ উইলকারীর মৃত্যুর পরপরই তার উপর ন্যস্ত হয়। একজন নির্বাহক হলেন সমস্ত বাস্তব উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির আইনী প্রতিনিধি। শুধুমাত্র আরজির তফসিল এবং উইলের তফসিলের উপর ভিত্তি করে, এই আদালতের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে সম্পত্তিগুলি স্বতন্ত্র এবং পৃথক ছিল। প্রাঙ্গণ নম্বর হল B/226/H/15, বাগমারি রোড। মামলার তফসিল-B হল একটি খালি খোলা জায়গা। উভয় সম্পত্তিরই একই প্রাঙ্গণ নম্বর রয়েছে। দায়িত্ব হল

বিপরীত পক্ষ (প্রতিস্থাপিত নির্বাহক) প্রমাণ করতে পারবে যে সে উচ্ছেদের মামলাটি বহাল রাখতে পারে এবং তাকে যে প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা যেতে পারে। এগুলো প্রমাণের বিষয়। আরজির তফসিল এবং উইলের তফসিল অনুসারে সম্পত্তি একই ছিল নাকি আলাদা ছিল তা বিচার ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বিচারের সময় এই ধরনের বিষয়গুলির বিচার করা হবে।

১৫. এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বিদ্বান বিচারিক আদালত অভিযুক্ত আদেশটি পাস করার ক্ষেত্রে আইনে কোনও ভুল করেনি।

১৬ কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করা হল। আবেদনকারী বিচারে সকল বিষয় উত্থাপন করার স্বাধীনতা রাখেন। এই আদেশের ফলে বিজ্ঞ আদালত আইন অনুসারে এবং তাদের নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারাধীন বিলম্ব আবেদন এবং অন্যান্য আবেদনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধা পাবে না।

১৭ খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

১৮ পক্ষগুলিকে এই রায়ের সার্ভার কপির উপর কাজ করতে হবে।

(বিচারপতি শম্পা সরকার)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal